দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 5 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ৩ ... কলাম ... ৭

# বরাদ্দ কম ঃ মুখ থুবড়ে পড়েছে ঢাবির গবেষণা কার্যক্রম

## আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী পিছিয়ে পড়ছে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'

## মূল্যায়নের যথার্থতা নিয়ে প্রো-ভিসির সন্দেহ প্রকাশ

॥ সাইদুর রহমান ॥

প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় অপর্যাপ্ত মৌলিক গবেষণা কর্মের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংস্থার জরিপে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমে নেমে এসেছে স্থবিরতা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর গত ৮৭ বছরে ২৯টি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠলেও এগুলো গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশে কেন্দ্রের কার্যক্রম সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থার কারণ হিসেবে গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন।

সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে স্পেন ভিত্তিক এক প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেশের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। 'ওয়েবও মেট্রিক্স' ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশের সেরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬১তম। যেখানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ২৫তম অবস্থানে রয়েছে। এ ওয়েবসাইটের তালিকায় দেশের মাত্র ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব অবস্থান এবং প্রকাশনার ভিত্তিতে এসব জরিপ পরিচালিত হয়। এর আগে অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপে বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই ছিল না।

উচ্চশিক্ষার একটি মৌলিক কার্যক্রম গবেষণা। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক এগিয়ে ছিলো। খ্যাতি অর্জন করেছিলো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গবেষণার জন্য যে অর্থ দিচ্ছে তার প্রায় সবটাই ব্যয় হচ্ছে গবেষণা কেন্দ্রের প্রশাসনিক কাজে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, সরকার বা বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলো ফান্ড না দিলে গবেষণার কাজে যে অর্থ প্রয়োজন তা কর্তৃপক্ষ দিতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের বাজেটে ২৯টি গবেষণা কেন্দ্রের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। প্রতিটি গবেষণা কেন্দ্র এ বরাদ্দ থেকে সর্বোচ্চ গড়ে প্রায় ২ লাখ ৮৯ হাজার টাকা পায়। অথচ শুধু গবেষণা অবকাঠামো সৃষ্টি খাতে রাখা হয়েছে ৯০ লাখ টাকা। যৎসামান্য বরাদ্দ দিয়ে গবেষণা কেন্দ্রগুলোর বার্ষিক পরিচর্যার পর দু'একটা সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ছাড়া মৌলিক কোন গবেষণা সম্ভব নয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

এ পর্যন্ত গড়ে ওঠা ২৯টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা, ব্যবসায় গবেষণা সংস্থা, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্র, এনার্জি পার্ক, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ব-দ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র (ভূতত্ত্ব), আরকাইভ ও ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, বায়ো-মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, দুর্যোগ গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বাংলাদেশ যুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ভূমিকম্প প্রকল্প; নগর গবেষণা কেন্দ্র, সেন্টার ফর রিলিজিয়াস ট্রায়লগ ইত্যাদি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থে ২১টি, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯টি গবেষণা প্রকল্প রয়েছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কতগুলো গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে, যেগুলোর প্রকৃত পক্ষে সেরকম কোন কাজ নেই। কিন্তু প্রতিবছর সমান অর্থ বরাদ্দ পায়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটগুলোতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ রয়েছে। এ সব ইনস্টিটিউটের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত কয়েকটি শিক্ষাবর্ষে ২৯টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৫/৬টি গবেষণা কেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান শুধু সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করেছে, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান আগের বছরের কাজ অব্যাহত রেখেছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ড. আকম ইউসুফ হায়দার ইত্তেফাককে বলেন, গবেষণার জন্য উন্নত মানের গবেষণাগার ও গবেষকের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে গবেষকের কোন ঘাটতি নেই। অনেক গবেষক সামান্য টাকায় উন্নত মানের গবেষণা করছেন। ভালো গবেষকদের ধরে রাখতে হলে বেতন কাঠামো বাড়াতে হবে। সব মিলিয়ে সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যেও এখানে অনেক ভালো গবেষণা হচ্ছে বলে তিনি জানান। আন্তর্জাতিক সংস্থাটির জরিপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিসের ভিত্তিতে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে জানি না। জরিপের যথার্থতা নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খান ইত্তেফাককে বলেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষণা কাজে কিছুটা সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। অনেক গবেষক অর্থ ছাড়াই গবেষণা করেছেন। তবে ইউজিসি ফান্ড বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এজন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "একটি সূচকের ভিত্তিতে জরিপ চালানো হয়েছে। এ সূচক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মান বিচার করা সম্ভব নয়।"